কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে দলিলের ৬৬৯ শতক জমি জবরদখল করে রেখেছেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। দীর্ঘদিন ধরে অন্যের দখলে থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলো এর সুবিধাবঞ্চিত হচ্ছে। আইনি জটিলতার কারণে ফিরে না পাওয়ায় দিন দিন এসব সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

advertisement 3

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, রাজারহাট উপজেলায় ১২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯টির

advertisement 4

নামে থাকা জমি স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে রয়েছে। বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে জমির খাজনা পরিশোধ রয়েছে। অথচ খাজনা দেওয়ার পরও বিদ্যালয়ের জমির রেকর্ড হয়েছে ব্যক্তির নামে। বিদ্যালয়ের জমি বেদখল থাকায় খেলাধুলার মাঠ হয়েছে সংকুচিত। পাশাপাশি বেদখল কিংবা অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে বিদ্যালয় ভবনের আশপাশে দোকানপাট, আধা পাকা ঘরবাড়ি, ক্লাবসহ বিভিন্ন নামে-বেনামে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এ কারণে পাঠদানে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ ওইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। এতে করে নষ্ট হয়েছে শিক্ষার পরিবেশ।

রাজারহাট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম বলেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আমরা বিদ্যালয়ের নামে থাকা জমি উদ্ধারের চেষ্টা করছি। ইতোমধ্যে দুটি বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড সার্ভেয়ারে মামলা দিয়েছি। শিক্ষকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। রেকর্ড কারেকশনের মামলা দিতে হয়। অনেক আগে রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে, এক বছরের মধ্যে হলে রেকর্ড সার্ভেয়ারে যাওয়া যায়। এখন নতুন নিয়ম করা হয়েছে, আগে রাজারহাটে মামলা দিতে হবে, তার পর ল্যান্ড সার্ভেয়ারে যেতে হয়। বিদ্যালয়ের নামে থাকা জমি উদ্ধারে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

এ ব্যাপারে রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নূরে তাসনীম বলেন, যেসব বিদ্যালয়ের জমি বেদখলের অভিযোগ পেয়েছি, সেসব জমি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ডাংরারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মঞ্জুরে খোদা আকুল বলেন, আমার বিদ্যালয় দুই শিফটের ছয়টি কক্ষ দরকার। সেখানে আছে মাত্র তিনটি। জায়গার অভাবে শিক্ষার্থীরা অ্যাসেমবিলি (শারীরিক কসরত) করাতে পারি না। বেদখল জমিতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় শিক্ষার মনোরম পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। আমি বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধারের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর অভিযোগ দিয়েছি। আমি চাই বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধার করা হোক।

ফুলখাঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শরীফা খাতুন বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের নামে থাকা বেদখল জমি উদ্ধার এখন সময়ের দাবি। আগের প্রধান শিক্ষক জমি উদ্ধারের জন্য অভিযোগ দিয়েছিলেন। এখন আমাদের রেকর্ড কাটার মামলা দিতে হবে।

পুটিকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৫ শতক জমি বেদখল থাকলেও অভিযোগ করেননি বলে জানান প্রধান শিক্ষক মোখলেছুর রহমান।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ঘড়িয়ালডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯৪ শতক, ডাংরারহাট স.প্রা. বিদ্যালয়ের ৬১ শতক, সাকোয়া স.প্রা.বির ৫১ শতক, পুটিকাটা স.প্রা.বির ৪৫ শতক, ফুলখাঁ স.প্রা.বির ৪৩ শতক, নওদাবস স.প্রা.বির ৪০ শতক, হরিশ্বরতালুক স.প্রা.বির ৩৩ শতক, রাম হরি স.প্রা.বির ৩০ শতক, জয়দেব মালসাবাড়ী স.প্রা.বির ৩০ শতক, নাজিম খান

বালিকা স.প্রা.বির ৩০ শতক, সুখদেব স.প্রা.বির ২৮ শতক, গাবুর হেলান স.প্রা.বির ২০ শতক, জোড়সয়ারহাট স.প্রা.বির ১৯ শতক, মনঃশ্বর স.প্রা.বির ১২ শতক, বৈদ্যেরবাজার স.প্রা.বির ১০ শতক, বোতলারপাড় স.প্রা.বির ৮ শতক, তালতলা স.প্রা.বির ৬ শতক, খিতাব খাঁ স.প্রা.বির ৫ শতক, পুর্বদেবোত্তর ৪ শতক জমি বেদখল আছে।

1
Shares